জনকণ্ঠ

তারিখ ... 0 8 OCT 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাক্ষরতার হার মাত্র ৪২ শতাংশ? সরকারে তোলপাড়

এডুকেশন ওয়াচের জরিপ

শরিফুজ্জামান পিকু ॥ সাক্ষরতার হার নিয়ে গত এক যুগ ধরে সরকারের হিসাবের সঙ্গে এই প্রথম আনুষ্ঠানিক দ্বিমত পোষণ করে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। সরকারীভাবে শিক্ষার হার ৬৫ দশমিক ৫ ভাগ দাবি করা হলেও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বলেছে, এই দাবি সঠিক ও তথ্যভিত্তিক নয়। ৪৯ গবেষক, শিক্ষাবিদ ও এনজিও ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে গঠিত এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও গবেষণা চালিয়ে দেশে সাক্ষরতার হার (২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

শতকরা ৪২ ভাগ সাক্ষরতার হার দেখিয়ে প্রকাশিতব্য রিপোর্ট নিয়ে জোট সরকারের শীর্ষ মহলে ইতোমধ্যে তোলপাড় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের জরিপ ও গবেষণায় গ্রস এনরোলমেন্ট এবং ড্রপ আউটের যে হার পাওয়া গেছে তা সরকারী হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আজ, মঙ্গলবার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন এবং প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা জাহানারা বেগমের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০০১ প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন শীর্ষস্থানীয় এনজিও গণসাক্ষরতা অভিযান, ব্র্যাকের রিসার্চ ডিভিশন, বিআইডিএস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইইআর সমন্বয়ে পরিচালিত বছরব্যাপী এই জরিপ ও গবেষণা সম্পন্ন হয়। এক বছর আগে শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০০০ প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাক্ষরতার হার নিয়ে জরিপ ও গবেষণার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে সাত বছর ও তার বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার পাওয়া গেছে শতকরা ৩৯ ভাগ। এ ছাড়া ১৫ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৬ ভাগ দেখানো হয়েছে। দেশে সাক্ষরতার হারের দিক থেকে মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা এগিয়ে আছে। সাত বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সী নারী সাক্ষরতার হার শতকরা ৩৩ দশমিক ৩ ভাগ এবং পুরুষ সাক্ষরতার হার ৪০ দশমিক ৬ ভাগ। এ ছাড়া ১৫ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সী নারী সাক্ষরতার হার ৩৫ দশমিক ৮ ভাগ এবং পুরুষ সাক্ষরতার হার ৪৭ দশমিক ৩ ভাগ।

দেশের ৬৪ জেলায় ৩০ হাজার ৫১ পরিবারের দেড় লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সায়েন্টেফিক স্যাম্পলিং করে শিক্ষার এই চিত্র পাওয়া গেছে। এতে মোট খরচ হয়েছে প্রায় ২০ লাখ টাকা। সাক্ষরতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে আদমশুমারির সংজ্ঞা অনুসরণ করে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে কোন ভাষায় লেখা চিঠি পড়তে ও লিখতে পারে এমন ব্যক্তি সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বলে বিবেচিত হবেন। গতানুগতিকভাবে কেবল নাম লিখতে পারলে তাঁকে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হয়নি। সর্বশেষ আদমশুমারীর সাক্ষরতার সংজ্ঞা অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৮ ভাগ। কিন্তু রহস্যজনকভাবে আদমশুমারির এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি এবং তা এখনও প্রকাশিতব্য।

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে গ্রামের তুলনায় শহরে সাক্ষরতার হার বেশি পাওয়া গেছে। শহরে যেখানে সাক্ষরতার হার ৬২ দশমিক ৩ ভাগ সেখানে গ্রামে সাক্ষরতার হার ৩৭ দশমিক ৫ ভাগ। দেশের শতকরা ৬১ ভাগ পরিবারে অন্তত একজন সাক্ষর ব্যক্তি রয়েছে। অন্যদিকে শতকরা ৬ ভাগ বাড়িতে কোন সাক্ষর লোক নেই। গ্রস এনরোলমেন্টের হার এডুকেশন, ওয়াচ রিপোর্টের সঙ্গে সরকারী হিসাবের সামঞ্জস্য রয়েছে। গ্রস এনরোলমেন্ট পাওয়া গেছে ১০৭। এর মধ্যে শহরে গ্রস এনরোলমেন্ট ১০৮ এবং গ্রামে গ্রস এনরোলমেন্ট ১০৬। এ ছাড়া বালকের গ্রস এনরোলমেন্ট ১০৮ এবং বালিকার ১০৭। খুলনা বিভাগে গ্রস এনরোলমেন্টের হার সবচেয়ে বেশি ১৩০ এবং সিলেটে সবচেয়ে কম ৯৬। দেশে পঞ্চম শ্রেণী শেষ করে শতকরা ৭০ ভাগ শিশু-কিশোর এবং ড্রপ আউটের হার শতকরা ৩০ ভাগ। অবশ্য এই তথ্য সরকারী হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে দেখা যায়, দেশে ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শতকরা ৭৯ দশমিক ৮ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়। খুলনায় ছয় থেকে দশ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাবার হার সবচেয়ে বেশি শতকরা ৯০ দশমিক ৯ ভাগ এবং সিলেটে সবচেয়ে কম ৭৫ দশমিক ৭ ভাগ। এদিকে দেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় শতকরা ৬১ ভাগ শিশু-কিশোর, বেসরকারী বিদ্যালয়ে শতকরা ১৮ ভাগ, এনজিও পরিচালিত স্কুলে শতকরা ৭ ভাগ এবং মাদ্রাসায় শতকরা ৭ ভাগ।

গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী বলেছেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে এই জরিপ হলেও তা সাক্ষরতার হার নিয়ে হেলদি ডিবেট সৃষ্টি করবে। এই ডিবেটের মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত হার বেরিয়ে আসুক এবং বছরের পর বছর চলে আসা একটি মিথ্যার অবসান হোক– এটাই এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ চায়। শিক্ষার গড় হার ৪২ ভাগ পাবার পর সরকারী হিসাব নিয়ে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল তা নিরসনের পথ প্রশস্ত হবে বলে তিনি মনে করেন। রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, সাক্ষরতার হার নিয়ে আরও জরিপ ও গবেষণা দরকার। এ ব্যাপারে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সরকারকে সহযোগিতা করতে চায়। তিনি বলেন, আপাতত একটি ডিবেট শ্রো করা হলো এবং এটির মাধ্যমে সাক্ষরতার প্রকৃত হার বেরিয়ে আসবে।

এদিকে ১৯৯১ সাল থেকে সরকারী হিসাবে যেভাবে সাক্ষরতার হার বাড়ছে তা বিভিন্ন মহলে সন্দেহের বীজ বপন করেছে। বিপুল অর্থ ব্যয়ে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরার জন্য এই হার নিয়ে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। '৯১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫ দশমিক ৩ ভাগ, '৯৫ সালে ছিল ৪৭ দশমিক ৩ ভাগ, '৯৭ সালে ছিল ৫১ ভাগ, '৯৮ সালে ছিল ৫৬ ভাগ, '৯৯ সালে ৫৮ দশমিক ২ ভাগ, ২০০০ সালে ৬৪ ভাগ, ২০০১ সালে ৬৫ ভাগ এবং চলতি ২০০২ সালে ৬৫ দশমিক ৫ ভাগ।

সাক্ষরতার হার নিয়ে দেশে রীতিমতো চলছে শুভঙ্করের ফাঁকি। এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন বা টিএলএমের আওতায় নিরক্ষরমুক্ত ছয়টি জেলায় জরিপ চালিয়ে দেখেছে যে, এসব জেলায় বয়স্ক শিক্ষার হারের সঙ্গে অন্যান্য জেলার হারের তেমন একটা পার্থক্য নেই। তবে নিরক্ষরমুক্ত জেলাগুলোতে শিশু-কিশোরদের স্কুলে যাবার হার বেশি। নিরক্ষরমুক্ত জেলা মাগুরায় সম্প্রতি সুইডেনের একটি বিশেষজ্ঞ দল জরিপ চালিয়ে দেখেছে যে, সেখানে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫০ ভাগের মতো।

এদিকে আজ মঙ্গলবার এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে। বিকাল সাড়ে তিনটায় আগারগাঁওস্থ আইডিবি ভবন মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে এক অনুষ্ঠান।